**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1093-1106
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.327**

# একবিংশ শতাব্দীতে ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক: ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত সমন্বয়ের একটি বিশ্লেষণ

**নৌরিন সিদ্দিকী,** *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

The bilateral relationship between India and Sri Lanka is one of the oldest and most layered partnerships in South Asia, rooted in shared civilizational memory, Buddhist heritage, and geographic contiguity across the Palk Strait. This paper undertakes a systematic examination of how this relationship has evolved in the twenty-first century, focusing on political, economic, cultural, and geopolitical dimensions. Drawing on primary diplomatic records and secondary scholarly sources, the study analyses the transformative impact of India's 'Neighbourhood First' policy, which re-energised bilateral engagement particularly under the Modi administration. The 2022 Sri Lankan economic collapse— the worst in the island's post-independence history— served as a critical test of Indian strategic commitment, and India's rapid humanitarian intervention, totalling approximately USD 4 billion in credit lines, food, fuel and medicine, substantially reinforced its image as a reliable partner. The article also investigates how the India–Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA, 2000) reshaped bilateral commerce, with Sri Lankan exports to India rising by over 342% within two years of implementation, and explores the prospects and political obstacles surrounding the proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Cultural diplomacy— encompassing Buddhist relic exchanges, direct air connectivity, yoga diplomacy and academic institution-building— constitutes a central but often under-examined dimension of this relationship. Against this backdrop, the article pays close attention to the geopolitical anxieties generated by China's Belt and Road Initiative investments in Sri Lanka, particularly the 2017 Hambantota Port lease, and situates India's hedging strategy— including its participation in the Quadrilateral Security Dialogue— within the broader contest for influence in the Indian Ocean Region. The paper concludes that the India–Sri Lanka relationship, despite periodic turbulence, retains strong structural foundations, and that its future trajectory will depend on sustained diplomatic creativity, equitable economic partnerships, and transparent multilateral cooperation.

**Keywords:** India–Sri Lanka Relations, Neighbourhood First Policy, Belt and Road Initiative, String of Pearls, Indian Ocean Geopolitics, ISFTA, CEPA, Hambantota Port, Cultural Diplomacy, BIMSTEC

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক মানচিত্রে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক এমন একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, যা বিশ্লেষণের জন্য কেবল কূটনৈতিক ইতিহাস পাঠ করলে চলে না— এর নিচে রয়েছে সহস্র বছরের সভ্যতাগত আদান-প্রদান, বৌদ্ধ ধর্মের যাত্রাপথ, তামিল সমুদ্রপারের বণিকদের স্মৃতি এবং ঔপনিবেশিক যুগের গ্রন্থি। পাল্ক প্রণালীর মাত্র কয়েক ডজন কিলোমিটার দূরত্ব ভৌগোলিকভাবে দুই দেশকে পরস্পরের কাছে এনেছে, কিন্তু এই নৈকট্য যে সম্পর্ককে সহজ করেনি— ইতিহাস সেটার সাক্ষী। তামিল প্রশ্ন, জেলে বিরোধ, ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং সময়ে সময়ে পরস্পরবিরোধী কৌশলগত স্বার্থ— এসব সত্ত্বেও এই সম্পর্ক টিকে আছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে গভীর হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীতে এই সম্পর্কের চরিত্র বদলেছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, শ্রীলঙ্কার দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি (২০০৯) দুই দেশকে নতুন সম্পর্কের পরিসর দিয়েছে যেখানে অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রত্যক্ষ ছায়া আর নেই। দ্বিতীয়ত, চীনের ভারত মহাসাগরীয় অগ্রযাত্রা একটি তৃতীয় চলক হিসেবে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জটিল মাত্রা যোগ করেছে। তৃতীয়ত, ভারতের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এবং 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ শ্রীলঙ্কার প্রতি ভারতের নীতিকে আরও সুসংহত করেছে। এই তিনটি পরিবর্তন একসঙ্গে বিশ্লেষণ না করলে আজকের ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক বোঝা যাবে না।

এই গবেষণাপত্রটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কৌশলগত— এই চারটি স্তরে ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মূলত গুণগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক উৎস হিসেবে সরকারি নথি ও কূটনৈতিক বিবৃতি এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে একাডেমিক গ্রন্থ ও জার্নাল নিবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। সময়সীমার দিক থেকে প্রধানত ২০০০ থেকে ২০২৪ সালের ঘটনাপ্রবাহ আলোচনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

**গবেষণার উদ্দেশ্য:**

যেকোনো গবেষণার আগে উদ্দেশ্য নির্ধারণ জরুরি— কারণ উদ্দেশ্যই ঠিক করে দেয় কোন প্রশ্নগুলো অগ্রাধিকার পাবে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে নিচের প্রশ্নগুলো কেন্দ্রীয়:

- শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী পর্যায় থেকে শুরু করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল? বিভিন্ন সরকারের নীতিগত অবস্থানভেদে এই সম্পর্ক কতটা বদলেছে?
- ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র দুই দেশের সম্পর্কে কতটা কার্যকর বাফার হিসেবে কাজ করে — বিশেষত রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে?
- ভারত–শ্রীলঙ্কা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং প্রস্তাবিত সিইপিএ দুই দেশের অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা কতটা বদলেছে এবং এর সীমাবদ্ধতা কোথায়?
- শ্রীলঙ্কায় চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উপস্থিতি ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের স্থিতিশীলতার জন্য কতটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে?

**সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review):**

ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাসাহিত্য বিশাল ও বহুস্তরীয়। এই সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। নিচে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করা হলো।

এল. আর. রেড্ডির 'শ্রীলঙ্কা: পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' (২০০৩) গ্রন্থটি শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে। তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পরপরই

সিংহলি ও তামিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, সেটা আসলে ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি হওয়া কাঠামোগত বৈষম্যেরই প্রতিফলন। এলটিটিই-র উত্থান এবং দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান অংশ। তবে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে গ্রন্থটি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত (রেডিড, ২০০৩)।

এ. এস. ভাসিনের 'ইন্ডিয়া ইন শ্রী লঙ্কা: বিটউইন দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার্স' (২০০৪) ভারত–শ্রীলঙ্কা কূটনৈতিক সম্পর্কের সবচেয়ে বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণীগুলির একটি। ইন্দো-শ্রীলঙ্কা শান্তি চুক্তি (১৯৮৭) থেকে ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা— ভাসিন এই পুরো ঘটনাপ্রবাহের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতিবিদ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মূল যুক্তি হলো, ভারতের শ্রীলঙ্কানীতি প্রায়ই তামিলনাড়ুর ঘরোয়া রাজনৈতিক চাপের সামনে কৌশলগত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে— যা দীর্ঘমেয়াদে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (ভাসিন, ২০০৪)।

এস. এস. উপাধ্যায়ের 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রী লঙ্কা: ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল রিলেশনস' (২০০৭) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তুলে ধরে। তিনি বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে জাতিগত সংকটের কারণে ভারত থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রবাহ কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং শান্তি প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রসার কীভাবে সংযুক্ত (উপাধ্যায়, ২০০৭)।

সিরা গ্যাঙ্গুলির সম্পাদিত সাউথ এশিয়ান ইনসিকিউরিটি অ্যান্ড দ্য গ্রেট পাওয়ার্স (১৯৮৬) যদিও কিছুটা পুরোনো, তবুও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তাচিন্তার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে এটি অপরিহার্য। গ্যাঙ্গুলি দেখান যে এই অঞ্চলের দেশগুলো কীভাবে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ ও নিজেদের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মধ্যে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয়— এই কাঠামো আজও শ্রীলঙ্কার বিশ্লেষণে প্রাসঙ্গিক (গ্যাঙ্গুলি, ১৯৮৬)।

সি. রাজা মোহানের সমুদ্র মন্থন: সিনো-ইন্ডিয়ান রাইভালরি ইন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক (২০১২) ভারত মহাসাগরে চীন-ভারত প্রতিযোগিতার কাঠামো তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক গ্রন্থ। শ্রীলঙ্কাকে তিনি এই বৃহত্তর প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষত হাম্বানটোটা বন্দর প্রকল্প শুরু হওয়ার সময়কাল থেকে তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো দূরদর্শী বলে প্রমাণিত হয়েছে (রাজা মোহান, ২০১২)।

জয়াদেবা উয়াঙ্গোদার 'শ্রীলঙ্কা ইন ক্রাইসিস: প্লুরালিজম অ্যান্ড পলিটিক্স' (২০১১) শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামোর সংকটকে ভেতর থেকে দেখেছে। একজন শ্রীলঙ্কান লেখক হিসেবে তিনি যে দৃষ্টিকোণ এনেছেন, সেটা বাইরের পর্যবেক্ষকদের থেকে ভিন্ন এবং মূল্যবান। তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী আবেগ কীভাবে পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে (উয়াঙ্গোদা, ২০১১)। নিরা উইক্রামাসিংহের 'শ্রীলঙ্কা ইন দ্য মডার্ন এজ : অ্যা হিস্ট্রি অব কন্টেস্টেড আইডেন্টিটিজ' (২০০৬) শ্রীলঙ্কার পরিচয় রাজনীতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছে। সিংহলি বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উত্থান ও তামিল সংখ্যালঘুদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন— উইক্রামাসিংহে তার ঐতিহাসিক শিকড় খুঁজেছেন। এই গ্রন্থটি ভারতের তামিল স্বার্থ সংরক্ষণের নীতি বোঝার জন্য অপরিহার্য পটভূমি দেয় (উইক্রামাসিংহে, ২০০৬)।

হার্শ ভি. পান্তের 'ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি: অ্যান ওভারভিউ' (২০১৬) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সামগ্রিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে ভারত কৌশলগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল (reactive)— অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে ঘটনার প্রেক্ষিতে সাড়া দেওয়ার প্রবণতা বেশি। শ্রীলঙ্কা নীতির ক্ষেত্রেও এই প্যাটার্ন দেখা

যায়— ২০২২ সালের সংকটে ভারতের দ্রুত সাড়া এর ব্যতিক্রম হলেও ব্যাপক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি থেকেই যায় (পান্ত, ২০১৬)।

ম্যালোন, রাজা মোহান ও রাঘবনের অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অব ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি (২০১৫) এই বিষয়ের সবচেয়ে বিস্তারিত রেফারেন্স গ্রন্থগুলির একটি। বিভিন্ন লেখকের অবদানে তৈরি এই গ্রন্থটি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রতিটি মাত্রা— অর্থনীতি, নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, পারমাণবিক কৌশল— একসঙ্গে বিশ্লেষণ করে (ম্যালোন, মোহান ও রাঘবন, ২০১৫)।

শান্তানু রায় চৌধুরীর 'দ্য চায়না ফ্যাক্টর' (২০২২) দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সম্প্রসারণমূলক কৌশল বিশ্লেষণের একটি সাম্প্রতিক ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ। শ্রীলঙ্কা অধ্যায়টি বিশেষভাবে বিআরআই-র প্রভাব ও শ্রীলঙ্কার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের সংকোচন তুলে ধরে (রায় চৌধুরি, ২০২২)।

**গবেষণায় বিদ্যমান ঘাটতি (Research Gap):**

উপরের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে বিদ্যমান সাহিত্য ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের কিছু নির্দিষ্ট দিক ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছে, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক রয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক কূটনীতির ভূমিকা— বিশেষত বৌদ্ধ রেলিক বিনিময়, যোগ দিবস, সরাসরি বিমান পরিষেবা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বিনিময়ের মাধ্যমে যে নরম শক্তি (soft power) তৈরি হচ্ছে— সেটা যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি। অধিকাংশ গবেষণা নিরাপত্তা ও অর্থনীতির দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ২০২২ সালের শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট এবং তাতে ভারতের মানবিক ও কূটনৈতিক ভূমিকার একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ এখনও প্রয়োজন। এই ঘটনাটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি 'স্ট্রেস টেস্ট' হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু এটি নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত বিশ্লেষণমূলক সাহিত্য তৈরি হয়নি। তৃতীয়ত, মৎস্যজীবী বিরোধের দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ ও সম্ভাব্য সমাধানের পথ নিয়ে গভীর গবেষণার অভাব রয়েছে।

**রাজনৈতিক সম্পর্ক:**

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত–শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সম্পর্কের গতিপথ বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হয়: শ্রীলঙ্কার প্রতিটি সরকার, চাই তা সিংহলি জাতীয়তাবাদী হোক বা উদারপন্থী, একটা না একটা কারণে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চেয়েছে। কারণটা সহজ— শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক বাস্তবতা তাকে ভারত থেকে দূরে সরে যাওয়ার সুযোগ দেয় না।

নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার দিনই সার্কভুক্ত দেশগুলোর নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন— এটি প্রতীকী হলেও কূটনৈতিক বার্তাটি স্পষ্ট ছিল। প্রতিবেশীরা অগ্রাধিকার। তাঁর সরকার 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতিকে কেবল বক্তৃতার বিষয় না রেখে কার্যক্রমে রূপ দিয়েছে— এবং শ্রীলঙ্কা সেই নীতির অন্যতম প্রধান সুবিধাভোগী হয়েছে।

২০১৯ সালের ইস্টার সানডে বোমা হামলার ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এপ্রিল ২০১৯-এ কলম্বো ও অন্যান্য স্থানে সিরিজ বিস্ফোরণে ২৬৯ জনের প্রাণহানি হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর মোদি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে শ্রীলঙ্কাকে বেছে নেন। বিষয়টি কূটনৈতিক হিসাবের বাইরেও একটি মানবিক বার্তা বহন করেছিল— যা শ্রীলঙ্কার জনমানসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে (দ্য ইকোনমিক টাইমস, ২০১৯)।

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ ২০১৯ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে প্রশ্ন উঠেছিল— তিনি কি চীনের দিকে বেশি ঝুঁকবেন? তাঁর পরিবারের সঙ্গে চীনা বিনিয়োগের সম্পর্ক সুবিদিত। কিন্তু ভারতের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের দ্রুত কলম্বো সফর এবং ৪০০ মিলিয়ন ডলারের কারেন্সি সোয়াপ চুক্তি এই আশঙ্কার বিপরীতে একটি বলিষ্ঠ কূটনৈতিক সংকেত পাঠিয়েছিল। গোতাবায়া নিজেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শ্রীলঙ্কার মাটি ভারতের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কোনো কাজে ব্যবহৃত হবে না (রেভি, ২০২০)।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মহিন্দা রাজাপক্ষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়াদিল্লি সফরে এলে দুই দেশের সম্পর্কের একটি সূক্ষ্ম কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত তৈরি হয়। মোদি সেই বৈঠকে শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং ১৩তম সংশোধনী বাস্তবায়নের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গটি নিয়মিতভাবে আলোচনায় আনা ভারতের জন্য রাজনৈতিকভাবে অপরিহার্য— কারণ তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মতামত এড়িয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীলঙ্কার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে না।

২০২১ সালের ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি (আইসিএস) প্রকাশ ছিল একটি কাঠামোবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। এই নথিতে রাজনৈতিক সংলাপ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা— এই চারটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছিল (ম্যালেম্পটি, ২০২১)। এটি কেবল একটি কূটনৈতিক দলিল নয়— এটি প্রমাণ করে যে দুই দেশ সম্পর্কটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনতে সচেষ্ট।

২০২২ সালের অর্থনৈতিক সংকট শ্রীলঙ্কার আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ। মোট বৈদেশিক ঋণ ৪১.৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল, বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে নেমে গিয়েছিল, এবং পেট্রোলের লাইনে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারত সবার আগে সাড়া দেয়। জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহে ভারতের মোট সহায়তা ছিল প্রায় চার বিলিয়ন ডলারের সমতুল্য। এই সংকটে চীন তুলনামূলক নিষ্ক্রিয় ছিল— যা শ্রীলঙ্কার জনমানসে একটি স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে (মিশ্র, ২০২২)।

মৎস্যজীবী বিরোধ এই সম্পর্কের একটি পুরোনো ক্ষত। পাল্ক প্রণালীতে শ্রীলঙ্কার জলসীমায় ভারতীয় ট্রলারের অনুপ্রবেশ এবং শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর গ্রেপ্তার অভিযান— এই চক্র বারবার ঘুরে আসে। ২০১৬ সালে যৌথ কর্মদল গঠিত হলেও সমস্যার মূলে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তামিলনাড়ুর জেলেদের পেশাগত স্বার্থ এবং শ্রীলঙ্কার তামিল জেলেদের জীবিকার প্রশ্ন— এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে না পারলে সমস্যাটির সমাধান কঠিনই থাকবে (ডেকান হেরাল্ড নিউজ, ২০২২)।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গত দুই দশকে সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে গভীর হয়েছে। মিত্র শক্তি (স্থলবাহিনী মহড়া), করমোরান্ট স্ট্রাইক (বিশেষ বাহিনী মহড়া) ও এসএলআইএনইএক্স (নৌ মহড়া) — এই তিনটি নিয়মিত যৌথ মহড়া দুই দেশের সামরিক সমন্বয় ও আস্থা গড়ে তুলেছে। ২০২২ সালের সংকটে মিশন সাগার উদ্যোগের আওতায় ভারতীয় নৌবাহিনী সরাসরি ত্রাণ পাঠিয়েছে — এটি শুধু মানবিক নয়, কৌশলগতভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০২২-২০২৩)।

**অর্থনৈতিক সম্পর্ক:**

ভারত ও শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সম্পর্কের আধুনিক অধ্যায় শুরু হয় মূলত ২০০০ সালে আইএসএফটিএ কার্যকর হওয়ার পর থেকে। তার আগে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেকটাই সীমিত ছিল — শ্রীলঙ্কা ভারত থেকে পণ্য আমদানি করত, কিন্তু রপ্তানির অংশীদারিত্ব ছিল নগণ্য। আইএসএফটিএ সেই ভারসাম্যটাকে কিছুটা বদলে দিয়েছে (যৌথ সমীক্ষা দল, ২০০৩)।

চুক্তির সরাসরি প্রভাব পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ভারতের শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি ১১৩ শতাংশ বাড়লেও শ্রীলঙ্কার ভারতের দিকে রপ্তানি বেড়েছে ৩৪২ শতাংশ— অর্থাৎ ছোট অর্থনীতিটি

আপেক্ষিকভাবে বেশি সুবিধা পেয়েছে (শর্মা, এ.বি., ২০০৪)। ১৯৯৯ সালে শ্রীলঙ্কা মাত্র ৫০৫ ধরনের পণ্য ভারতে রপ্তানি করত, ২০১২ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১০০-এ। এই বৈচিত্র্যায়ন শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতভাবেও উল্লেখযোগ্য।

তবে চুক্তিটির সমস্যাও ছিল। রুলস অব অরিজিন নিয়ে বিরোধ, ভারতীয় পক্ষের অশুল্ক বাধা এবং বাণিজ্য ঘাটতির প্রশ্ন শ্রীলঙ্কার ব্যবসায়ী মহলে বারবার অসন্তোষ তৈরি করেছে। ভারত থেকে আমদানি ২০০০ সালে ৬০০ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০১২ সালে ৩.৬৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, কিন্তু শ্রীলঙ্কার রপ্তানি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে (কেলেগামা, ২০১৪)।

২০২১ সাল ছিল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের একটি রেকর্ড বছর। মহামারি-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের জোয়ারে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.৪৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়— যা ২০২০ সালের ৩.৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় প্রায় ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি। কিন্তু এর পরের বছরই শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ধসে পড়ে এবং আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় (ভারত–শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, ২০২৪)।

**(ক) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (আইএসএফটিএ):**

আইএসএফটিএ-র কাঠামোটি নেগেটিভ লিস্ট পদ্ধতিতে তৈরি— অর্থাৎ তালিকায় থাকা পণ্যগুলো ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্ক ছাড় পাওয়া যাবে। শ্রীলঙ্কাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল— তার নেগেটিভ লিস্ট ভারতের চেয়ে দীর্ঘ এবং শুল্ক কমানোর জন্য বেশি সময় দেওয়া হয়েছিল। রুলস অব অরিজিন বিধি অনুযায়ী শুল্ক ছাড় পেতে পণ্যের কমপক্ষে ৩৫% মূল্য সংযোজন রপ্তানিকারক দেশে হতে হবে (গুণারুওয়ান ও ডি আলউইস, ২০১২)।

বাস্তবে চুক্তিটির সবচেয়ে বড় সুবিধা পেয়েছে শ্রীলঙ্কার চা, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প। ভারতীয় বাজারে এই পণ্যগুলোর শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার শ্রীলঙ্কার রপ্তানি খাতকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। তবে ভারতের কিছু শিল্পমহল, বিশেষত বস্ত্র খাত, এই চুক্তির বিরুদ্ধে লবিং করেছে— ফলে চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে বারবার বাধা এসেছে।

**(খ) ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA):**

আইএসএফটিএ-র পরের ধাপ হিসেবে সিইপিএ পণ্য বাণিজ্যের বাইরে পরিষেবা ও বিনিয়োগ খাতেও সহযোগিতার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছিল। ২০০৮ সালের সার্ক সম্মেলনে এটি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কার ব্যবসায়ী সংগঠন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো— বিশেষত পরিষেবা খাতে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রবেশের আশঙ্কায়— তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে চুক্তিটি আটকে যায় (দ্য মেল, ২০০৯)।

সিইপিএ-র কাঠামোতে শ্রীলঙ্কার নেগেটিভ লিস্টে ১,১৮০টি পণ্য রাখার সুযোগ ছিল — ভারতের তালিকায় ছিল মাত্র ৪১৯টি। এই অসামঞ্জস্য প্রমাণ করে যে ভারত ছোট অর্থনীতির সুরক্ষার জন্য কিছুটা ছাড় দিতে রাজি ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির অভাব এই প্রক্রিয়াটিকে বারবার থামিয়ে দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার আলোচনা আবার শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি হয়নি (কেলেগামা, ২০১৪)।

**সাংস্কৃতিক সম্পর্ক:**

ভারত–শ্রীলঙ্কার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বোঝার জন্য ইতিহাসের অনেক পেছনে যেতে হয়। অশোকের পুত্র মহিন্দ ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা যে বৌদ্ধধর্মের বীজ শ্রীলঙ্কায় বপন করেছিলেন, সেই বীজ থেকে আজকের শ্রীলঙ্কার

সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অনেকটুকু তৈরি হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের ত্রিপিটক পালি ভাষায় শ্রীলঙ্কায় সংরক্ষিত হয়েছে— এবং সেই পালি ভাষার শিকড় ভারতের মাটিতে। এই সভ্যতাগত সংযোগ কোনো চুক্তিতে লেখা থাকে না, কিন্তু এটি দুই দেশের মধ্যে একটি অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী সেতু।

আধুনিক সাংস্কৃতিক কূটনীতির আনুষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয় ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭ সালে, যখন নয়াদিল্লিতে কালচারাল কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে নিয়মিত বিনিময়ের একটি কাঠামো তৈরি করে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)। এর দুই দশক পর, ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে ইন্ডিয়া–শ্রীলঙ্কা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল সরকারি কাঠামোর বাইরে নাগরিক সমাজ ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

২০১০ সালে নয়াদিল্লিতে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি স্থাপন একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীলঙ্কাসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষার্থীরা ভারতে এসে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছেন। একটি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষা-বিনিময় যে কতটা কার্যকর হতে পারে, তার একটি বাস্তব প্রমাণ এই বিশ্ববিদ্যালয় (রিসার্চগেট, ইন্দো-শ্রী লঙ্কা বাইল্যাটেরাল রিলেশনস)।

বৌদ্ধ ধর্মীয় বিনিময় এই সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গভীর এবং আবেগঘন অংশ। ২০১২ সালে গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের ২৬০০তম বার্ষিকী (সম্বুদ্ধত্ব জয়ন্তী) উপলক্ষে পবিত্র কপিলাবস্তু রেলিকস শ্রীলঙ্কায় আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে প্রদর্শিত হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রীলঙ্কান ভক্ত এই পবিত্র অবশেষের দর্শনে এসেছিলেন— সংখ্যাটি প্রমাণ করে যে ধর্মীয় কূটনীতির রাজনৈতিক কূটনীতির চেয়ে কম শক্তি নেই (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, ২০১২)।

একই বছর নয়াদিল্লিতে বুদ্ধিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পারফর্মিং আর্টস ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১৩ সালে ক্যান্ডির শ্রী দালাদা মালিগাওয়া-র আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে ইন্ডিয়ান গ্যালারি উদ্বোধন হয়, যেখানে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মের যাত্রাকে দৃশ্যমান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে অনাগারিকা ধর্মপালের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী যৌথভাবে উদযাপন করা হয়েছিল (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

আধুনিক সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে যোগ দিবস একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২১ জুন ২০১৫ সালে কলম্বোর গ্যালে ফেস গ্রিনে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়, এতে প্রায় দুই হাজার মানুষ অংশ নেয়। ২০১৬ সালে মহাবিহার দেবী পার্কে এবং পরে ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ারে এই অনুষ্ঠান আরও বড় আকারে হয়, যেখানে রাষ্ট্রপতি মৈত্রিপালা সিরিসেনা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

সরাসরি বিমান পরিষেবা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি বাস্তব সেতু। ১২ মে ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদির কলম্বো সফরকালে বারাণসী–কলম্বো সরাসরি ফ্লাইট চালুর ঘোষণা হয় এবং ৪ আগস্ট ২০১৭ থেকে এই রুটে বিমান চলাচল শুরু হয়। বারাণসী ও কলম্বোর সংযোগ কেবল পর্যটকদের জন্য নয়— এটি তীর্থযাত্রার একটি প্রাচীন পথ আধুনিক পরিবহনে পুনরুজ্জীবিত করেছে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

২০১৮ সালে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সি-১৭ বিমানে করে শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ১৬০ জন সদস্য ও তাদের পরিজনকে বোধ গয়া তীর্থযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। একই বছর ২৯ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত বেসাক উৎসব উপলক্ষে সারনাথ থেকে পবিত্র রেলিকস শ্রীলঙ্কায় আনা হয় (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)। এই ধরনের আয়োজন সরকার থেকে সরকারের সম্পর্কের বাইরে মানুষ থেকে মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলে— যা দীর্ঘমেয়াদে অনেক বেশি টেকসই।

২০১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীলঙ্কায় 'বৈষ্ণব জনা তো' নামের সাংস্কৃতিক ভিডিও প্রকল্প চালু হয়। বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ ও সাংবাদিক সম্পথ বান্দারার লেখা একটি বই প্রকাশ পায়। একই বছর ১৭ অক্টোবর জাফনা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধনের পর ১১ নভেম্বর থেকে চেন্নাই–জাফনা সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হয়। এটি দক্ষিণ ভারত ও উত্তর শ্রীলঙ্কার মধ্যে— দুটি তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে— একটি সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করেছে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)।

অক্টোবর ২০২১-এ ভাপ পয়া দিবস উপলক্ষে কলম্বো–কুশিনগর ফ্লাইট চালু হয়। এই যাত্রায় ওয়াস্কাদুওয়া থেকে কপিলাবস্তু বুদ্ধ রেলিকস ভারতে নিয়ে আসা হয় এবং কুশিনগর, সারনাথসহ বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনীর আয়োজন হয় (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও সম্পর্ক বিস্তৃত হচ্ছে। ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার, কলম্বো-তে সংগীত, নৃত্য, হিন্দি ও যোগ শেখানো হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি অব কলম্বোয় সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান স্টাডিজ এবং আইসিসিআর-এর মাধ্যমে কেলানিয়া ও সাবারাগামুওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার প্রায় ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও পিরিভেনায় বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে (হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া, ২০২২)।

মান্নারের থিরুকিতিশ্বরম মন্দির পুনর্নির্মাণ, কলম্বো পাবলিক লাইব্রেরিতে ভারত-কোষ স্থাপন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়া কর্নার প্রতিষ্ঠা— এই উদ্যোগগুলো দেখায় যে সাংস্কৃতিক কূটনীতি কেবল বড় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নেই, এটি প্রতিদিনের জীবনেও প্রবেশ করছে।

**ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব:**

ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার অবস্থান বোঝার জন্য একটি সহজ উপায় হলো মানচিত্র দেখা। শ্রীলঙ্কা আন্তর্জাতিক শিপিং লেনের ঠিক মাঝখানে বসে আছে— পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, পূর্বে মালাক্কা প্রণালী। পৃথিবীর মোট তেল বাণিজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ এই অঞ্চলের সমুদ্রপথ দিয়ে যায়। ভারতের নিজের ৯৫ শতাংশ বাণিজ্য এবং ৮০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল সমুদ্রপথে আসে— ফলে ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা ভারতের অর্থনীতির নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত (পাওয়েল, ২০১১)।

এই ভূগোলের কারণেই ত্রিনকোমালি বন্দর ঐতিহাসিকভাবে এতটা আলোচিত। ব্রিটিশরা এই বন্দরকে 'প্রাকৃতিক বন্দরের রাজা' বলত। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন শক্তি এই বন্দরে ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। ভারত এই বিষয়ে সবসময় সতর্ক থেকেছে— ত্রিনকোমালিতে বিদেশি সামরিক উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি হতে পারে (কান্দাউডাহেওয়া, ২০১৬)।

২০০৮ সালে জলদস্যু দমনের নামে চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ এডেন উপসাগরে মোতায়েন হওয়ার পর থেকে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নতুন শক্তি-সমীকরণ শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে ভারত এটাকে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে চীনা নৌ-উপস্থিতির বিস্তার এবং শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও মালদ্বীপে বন্দর বিনিয়োগের সম্মিলিত চিত্র ভারতীয় কৌশলবিদদের উদ্বিগ্ন করেছে (হেনরি, ২০১৬)।

ভারতের ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের পর থেকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য বহুগুণ বেড়েছে। সি লেইনস অব কমিউনিকেশন (এসএলওসি) রক্ষা করা তখন থেকেই ভারতীয় নৌনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়। ২০০৪ ও ২০০৭ সালের নৌনীতি নথিতে চীনের নৌশক্তিবৃদ্ধির বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভারতীয় নৌবাহিনীকে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে তোলার কথা বলা হয়েছে (বর্মা, ২০১৫)।

**আঞ্চলিক সহযোগিতা:**

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি ভারত ও শ্রীলঙ্কা বেশ কয়েকটি বহুপাক্ষিক মঞ্চে একসঙ্গে কাজ করছে। সার্ক, বিমসটেক ও আইওআরএ— এই তিনটি সংগঠন দুই দেশের আঞ্চলিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

**(ক) সার্ক (SAARC):**

সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে ঢাকায়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ২০০৫ সালে আফগানিস্তান অষ্টম সদস্য হিসেবে যোগ দেয় (রেড্ডি, সি.আর., ২০২০)। ভারতের ভূমিতে তিনটি সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে।

সার্কের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো ভারত–পাকিস্তান উত্তেজনা। এই দ্বিপাক্ষিক বৈরিতা সমগ্র সংগঠনকে কার্যত অকার্যকর করে রেখেছে। ২০১৬ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা সার্ক সম্মেলন ভারত বয়কট করার পর শ্রীলঙ্কাও পিছিয়ে যায়— এটি ভারত–শ্রীলঙ্কার কূটনৈতিক সমন্বয়ের একটি প্রমাণ (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কলম্বো, ২০১৬)। ২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কা সার্কের প্রথম দেশ হিসেবে ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে — প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

**(খ) বিমসটেক (BIMSTEC):**

১৯৯৭ সালে ব্যাংককে প্রতিষ্ঠিত বিমসটেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগের একটি নতুন মঞ্চ তৈরি করেছে (সেনারত্নে, ২০২০)। সার্কে পাকিস্তান ও চীনের প্রভাব নিয়ে ভারতের উদ্বেগ বিমসটেককে আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ভারত এই মঞ্চকে তার 'লুক ইস্ট' এবং পরবর্তীতে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যবহার করছে (রাও, ২০২০)। শ্রীলঙ্কা বিমসটেকের প্রযুক্তি ও সন্ত্রাস দমন খাতের নেতৃত্ব দেয়— এই দায়িত্বপালনে দেশটির সক্রিয়তা আঞ্চলিক মঞ্চে তার গুরুত্ব তুলে ধরে।

**(গ) আইওআরএ (IORA):**

ভারত মহাসাগর উপকূলীয় দেশগুলোর সংগঠন আইওআরএ-তে বর্তমানে ২১ সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। ভারত ২০১১ সালে এর চেয়ারম্যান হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ব্যবস্থাপনা, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে সহযোগিতার ছয়টি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে (দেব ও দত্ত, ২০২৩)। শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর ও দুবাইয়ের মতো একটি আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়— আইওআরএ তার সেই লক্ষ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম (ওয়াইদ্যাতিলকে, ২০১৭)। ভারতের সাগর নীতি— সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিওন— আইওআরএকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতার একটি কার্যকর মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে (খান, ২০২৩)।

**স্ট্রিং অব পার্লস কৌশল ও ভারতের উদ্বেগ:**

'স্ট্রিং অব পার্লস' একটি বিতর্কিত ধারণা। মার্কিন থিংক ট্যাংক বুজ অ্যালেন হ্যামিলটনের তৈরি এই তত্ত্ব অনুযায়ী, চীন ভারত মহাসাগর উপকূলে একের পর এক বন্দর ও অবকাঠামো নির্মাণ করে ভবিষ্যতে সামরিক উপস্থিতির জন্য জমি প্রস্তুত করছে। কেউ এই তত্ত্বকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন, কেউ একে একটি বাস্তব কৌশলগত পরিকল্পনার প্রতিফলন হিসেবে দেখেন (পেহরসন, ২০০৬; ঘোষ, ২০২০)।

পাকিস্তানের গওয়াদর, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মিয়ানমারের সিটওয়ে এবং শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা— এই বন্দরগুলোকে একসঙ্গে দেখলে ভারত মহাসাগর ঘিরে চীনের উপস্থিতির একটি চিত্র ফুটে ওঠে। ভারতের

সামরিক বিশ্লেষকরা এই চিত্রকে 'কৌশলগত ঘেরাও'-র বিপদ হিসেবে দেখছেন। তবে চীন বলছে এগুলো সবই বাণিজ্যিক প্রকল্প— সামরিক উদ্দেশ্য নেই (পল, ২০১৯)।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগ এসেছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে ঋণনির্ভরতার একটি প্রশ্নও এসেছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার পর ৯৯ বছরের জন্য চীনের হাতে চলে যাওয়া— এই একটি ঘটনা 'ডেট ট্র্যাপ ডিপ্লোম্যাসি' শব্দবন্ধটিকে সারা বিশ্বে পরিচিত করে দিয়েছে (সিং, এ., ২০১৮; হ্যাং ঙা ও থুওং, ২০২১)।

ভারত এই পরিস্থিতিতে সরাসরি সংঘাতের পথ বেছে নেয়নি। বরং 'হেজিং' কৌশল অনুসরণ করেছে— অর্থাৎ একদিকে চীনের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক বজায় রাখছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোয়াডের মাধ্যমে নিরাপত্তা সহযোগিতা গভীর করছে। এই কৌশলের একটি সীমাবদ্ধতা হলো এটি দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে যথেষ্ট স্পষ্ট বার্তা দিতে পারে না (পান্ত, ২০১৪)।

**হাম্বানটোটা বন্দর: কৌশলগত প্রশ্ন:**

হাম্বানটোটা বন্দরের গল্পটি একই সঙ্গে উন্নয়ন অর্থনীতি, ভূরাজনীতি এবং দেশীয় রাজনীতির এক জটিল মিশ্রণ। দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার এই বন্দর আন্তর্জাতিক শিপিং রুট থেকে মাত্র ৬ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত— যা বৈশ্বিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটিকে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত মূল্যবান করে তোলে (মানহাস, ২০২০)।

বন্দরটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল মাহিন্দা রাজাপক্ষার আমলে, মূলত তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন হিসেবে। চীনা ঋণে নির্মিত এই বন্দরটি প্রথম থেকেই পর্যাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যবহার পায়নি। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকলে ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার চায়না মার্চেন্টস পোর্ট হোল্ডিংসের কাছে বন্দরের ৫৮% শেয়ার ও ৯৯ বছরের পরিচালনা অধিকার হস্তান্তর করে। মোট লেনদেনের মূল্য ছিল প্রায় ১.১২ বিলিয়ন ডলার (সিং, এ., ২০১৮)।

শ্রীলঙ্কা সরকার আশ্বাস দিয়েছিল যে বন্দরটি বেসামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। ২০১৪ সালে একটি চীনা সাবমেরিনকে কলম্বো বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কা এই ধরনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু ভারতের উদ্বেগ রয়ে গেছে— কারণ বাণিজ্যিক অবকাঠামো সামরিক কাজে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ ইতিহাসে আছে (শাব্বির, বশির ও সালিম, ২০১৯)। একটি বাস্তবতাও এখানে স্বীকার করতে হবে: শ্রীলঙ্কার কাছে বিকল্প ছিল সীমিত। যে মাত্রায় তার অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, সেই অর্থায়ন পশ্চিমা বিশ্ব বা ভারত দিতে পারেনি। ২০২২ সালের সংকটের পর থেকে এই হিসাব বদলাচ্ছে— ভারত আরও বেশি উন্নয়ন অংশীদার হতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এটি দেরি করে নেওয়া পদক্ষেপ কিনা, সেই প্রশ্ন থেকে যায়।

**উপসংহার:**

ভারত ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্ককে সহজ ভাষায় কোনো একটি বিশেষণে বর্ণনা করা যায় না। এটি বন্ধুত্বপূর্ণ— কিন্তু উষ্ণতা সবসময় থাকে না। এটি কৌশলগতভাবে প্রয়োজনীয়— কিন্তু কৌশল সবসময় স্পষ্ট নয়। এটি ঐতিহাসিকভাবে গভীর— কিন্তু ইতিহাস সবসময় পথ দেখায় না। এই জটিলতাকে স্বীকার করেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে এই সম্পর্কের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো চীনের উপস্থিতি। শ্রীলঙ্কার পক্ষে চীনকে সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব নয়— না অর্থনৈতিকভাবে, না কূটনৈতিকভাবে। একইভাবে ভারতকে এড়ানোও সম্ভব নয়— ভৌগোলিক বাস্তবতা তা মেনে নেয় না। তাই শ্রীলঙ্কার সামনে একটিই পথ: দুই দেশের মধ্যে ভারসাম্য

রক্ষা করে নিজের স্বার্থ আদায় করা। ভারতের কাজ হলো এই ভারসাম্যকে নিজের দিকে কাত করার জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় অংশীদার হয়ে উঠতে থাকা।

তামিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান, মৎস্যজীবী বিরোধের অবসান এবং সিইপিএ বাস্তবায়ন— এই তিনটি বিষয় সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে। এর বাইরে, ২০২২ সালের অভিজ্ঞতা থেকে একটি শিক্ষা হলো: সংকটের মুহূর্তে কে পাশে দাঁড়ায়, তা মানুষ মনে রাখে। ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে বলা যায়, ভারত–শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের সম্ভাবনা তার সংকটের চেয়ে বেশি। সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা, ভৌগোলিক নৈকট্য, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক পারস্পরিকতা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তায় মিলিত স্বার্থ— এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে এই সম্পর্ক আরও এগিয়ে যেতে পারে। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছা, ধৈর্য এবং পরস্পরের সীমাবদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

**গ্রন্থপঞ্জি:**


- বরুয়া, ডি. এম। (২০২০)। ইন্ডিয়া ইন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক: নিউ দিল্লিস থিয়েটার অব অপরচুনিটি। কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস।
- ভাসিন, এ. এস। (২০০৪)। ইন্ডিয়া ইন শ্রী লঙ্কা: বিটউইন দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার্স। ল্যান্সার পাবলিশার্স।
- ভট্টাচার্য, জে। (২০১৮, জানুয়ারি)। এসএএআরসি ভার্সাস বিমসটেক: দ্য সার্চ ফর দ্য আইডিয়াল প্ল্যাটফর্ম ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন। অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- চাহাল, এইচ। (২০১৭)। শ্রী লঙ্কা: থ্রি ইয়ার্স অব দ্য মোদি গভর্নমেন্ট। ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ (পিপি, ৫৫-৫৬)।
- ডি মেল, ডি। (২০০৯)। ইন্দো-লঙ্কা ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টস: পারফরম্যান্স অ্যান্ড প্রসপেক্টস (পি. ২৭)। ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ অব শ্রী লঙ্কা।
- ডেব, এস., অ্যান্ড দত্তা, এ। (২০২৩)। ইন্ডিয়াস রোল ইন ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট মেজার্স ফর মেরিটাইম সিকিউরিটি ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান আন্ডার সাগার। জার্নাল অব টেরিটোরিয়াল অ্যান্ড মেরিটাইম স্টাডিজ, ১০(২), ৫২।
- ডেকান, হেরাল্ড নিউজ। (২০২২, জানুয়ারি)। ফিশিং টার্নস ইনটু অ্যা ডিপ্লোম্যাটিক ইস্যু বিটউইন ইন্ডিয়া, শ্রী লঙ্কা। ডেকান হেরাল্ড।
- দিক্ষিৎ, জে. এন। (২০০১)। ইন্ডিয়াস ফরেন পলিসি অ্যান্ড ইটস নেইবার্স। জ্ঞান পাবলিশিং হাউস।
- ঘোষ, এস। (২০২০)। চায়নাস স্ট্রিং অব পার্ল স্ট্র্যাটেজি: অ্যা থ্রেট টু ইন্ডিয়াস সিকিউরিটি। জার্নাল অব ক্রিটিক্যাল রিভিউস, ৭(৯), ১০২০১।
- গুণারুওয়ান, টি. এল.। অ্যান্ড ডি আলউইস, কে. এ. আই. (২০১২)। ইন্দো-শ্রী লঙ্কা ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট: অ্যা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রেইজাল অব দ্য ইনফ্লুয়েন্স অন ট্রেড বিটউইন দ্য টু কান্ট্রিজ (পিপি. ৭-৮)।
- হ্যাং ঙা, এল. টি., অ্যান্ড থুওং, এন. এল. টি। (২০২১)। ইন্ডিয়া-চায়না কম্পিটিশন ইন সাউথ এশিয়া আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। দ্য জার্নাল অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজ, ২(১), ১৬।

- হেনরি, সি। (২০১৬)। শিফটিং কারেন্টস: চায়নাস রাইজ ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান রিজিওন অ্যান্ড ইন্ডিয়াস পলিসি রেসপন্স। ইন্দো-প্যাসিফিক স্টাডিজ সেন্টার।
- হাসান, পি। (২০২১, নভেম্বর ২৪)। শ্রী লঙ্কা ক্যান প্লে সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন রিভাইভিং এসএএআরসি। ইউরেশিয়া রিভিউ।
- ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কলম্বো। (২০১৬, ডিসেম্বর ২৩)। ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা টাইজ ইম্প্রুভড ইন ২০১৬, কনসার্ন ওভার চায়না রিমেইনস। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।
- ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা বাইল্যাটেরাল রিলেশনস স্ট্রেংদেনড। (২০২৪)। এসপিস ল্যান্ড ফোর্সেস। রিট্রিভড ফ্রম https://www.spslandforces.com
- জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপ। (২০০৩, অক্টোবর)। ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপ রিপোর্ট (পি. ৮১)। ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ অব শ্রী লঙ্কা।
- জেইন, আর। (২০২৩)। ইন্ডিয়া অ্যান্ড এসএএআরসি: অ্যান অ্যানালিসিস (পিপি. ১, ৬২)। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স।
- কান্দাউডাহেওয়া, টি। (২০১৬)। শ্রী লঙ্কাস মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইন দ্য চেঞ্জিং ইন্ডিয়ান ওশান। লক্ষ্মণ কাদিরগামার ইনস্টিটিউট।
- কেলেগামা, এস। (২০১৪)। দ্য ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রোপোজড কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট: অ্যা ক্লোজার লুক (পিপি. ৪-৫, ১১)। রিজিওনাল ইন্টিগ্রেশন ইন সাউথ এশিয়া।
- খান, টি. এ। (২০২৩)। লিমিটেড হার্ড ব্যালান্সিং: এক্সপ্লেইনিং ইন্ডিয়াস কাউন্টার রেসপন্স টু চাইনিজ এনসার্কেলমেন্ট (পিপি. ৯৫-৯৭, ১০৫)। জার্নাল অব ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স।
- খান্না, ভি. এন। (১৯৯৭)। ফরেন পলিসি অব ইন্ডিয়া। বিকাশ পাবলিশিং হাউস।
- গুইতে, এল। (২০২০)। ইন্ডিয়াস মেরিটাইম রিলেশনস উইথ শ্রী লঙ্কা ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান (পিপি. ১১৫-১১৬)। এমজেডইউজেএইচএসএস, ভিআই (২)।
- ম্যালেম্পটি, এস। (২০২১)। শ্রী লঙ্কাস ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি (আইসিএস) ফর এনহ্যান্সিং ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা রিলেশনস: মেইন গোলস অ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্টস। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স।
- ম্যালোন, ডি. এম., মোহান, সি. আর., অ্যান্ড রাঘবন, এস. (এডস.)। (২০১৫)। দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অব ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। মানহাস, এন. এস। (২০২০)। চায়নাস পলিসি অব 'স্ট্রিং অব পার্লস'। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, ৫(৩), ২৫।
- মজুমদার, এ। (এন.ডি.) ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি ইন ট্রানজিশন: রিলেশনস উইথ সাউথ এশিয়া। রাউটলেজ।
- মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২০). অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯-২০২০. এমওডি।
- মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২২). অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২০-২০২২. এমওডি।
- মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২৩). অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২২-২০২৩. এমওডি।
- মিশ্র, এস. (২০২২). শ্রী লঙ্কা ইন ডায়ার স্ট্রেইটস: হোয়াট ইট মিনস ফর ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা রিলেশনস. কালিঙ্গা ইনস্টিটিউট অব ইন্দো-প্যাসিফিক স্টাডিজ।

- মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া. (২০২২, জুলাই). ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ফিশারিজ. এমইএ।
- পান্ত, এইচ. ভি. (২০১৪). সিনো-ইন্ডিয়ান মেরিটাইম অ্যাম্বিশনস কোলাইড ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান. জার্নাল অব এশিয়ান সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ১(২), ১৮৭-২০২।
- পান্ত, এইচ. ভি. (২০১৬). ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি: অ্যান ওভারভিউ. ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- পল, টি. ভি. (২০১৯). হোয়েন ব্যালান্স অব পাওয়ার মিটস গ্লোবালাইজেশন: চায়না, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য স্মল স্টেটস অব সাউথ এশিয়া. পলিটিক্স, ৩৯(১), ৫০-৬৩।
- পেহরসন, সি. জে. (২০০৬). স্ট্রিং অব পার্লস: মিটিং দ্য চ্যালেঞ্জ অব চায়নাস রাইজিং পাওয়ার অ্যাক্রস দ্য এশিয়ান লিটোরাল (পি. ৩). স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট।
- পাওয়েল, এল. (২০১১, ডিসেম্বর ৬). সিকিউরিটি অব গ্লোবাল অয়েল ফ্লোস: রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফর ইন্ডিয়া (পার্ট থ্রি). অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- পিটিআই. (২০২২). ইন্ডিয়া অ্যাবস্টেইনস ফ্রম ইউএনএইচআরসি ভোট অন শ্রী লঙ্কা রেজোলিউশন. প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া।
- রাজাগোপালন, আর. পি. (১৯৯১, ডিসেম্বর ২১). এসএএআরসি সামিটস সিন্স ১৯৮৫: অ্যা প্রোফাইল. ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ।
- রাও, এস. এস. (২০২০). ইন্ডিয়াস প্যারাডাইম শিফট ফ্রম এসএএআরসি টু বিমসটেক (পিপি. ৫৫-৫৬). ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স: দ্য জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুস, ২৪(১). কাপুর সূর্য ফাউন্ডেশন।
- রেড্ডি, সি. আর. (২০২০). ইন্ডিয়াস রোল ইন দ্য এসএএআরসি (পিপি. ১০৭, ১০৯-১১১). জার্নাল অব ইমার্জিং টেকনোলজিস অ্যান্ড ইনোভেটিভ রিসার্চ (জেইটিআইআর), ৭(১১)।
- রেড্ডি, এল. আর. (২০০৩). শ্রী লঙ্কা: পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট. এপিএইচ পাবলিশিং।
- রেভি, ভি. (২০২০). শ্রী লঙ্কা, ইন্ডিয়া অ্যান্ড চেঞ্জিং পলিটিক্যাল ডায়নামিক্স. অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- রয় চৌধুরি, এস. (২০২২). দ্য চায়না ফ্যাক্টর: বেইজিংস এক্সপ্যান্ডিং এনগেজমেন্ট ইন শ্রী লঙ্কা, মালদিভস, বাংলাদেশ, অ্যান্ড মিয়ানমার. রাউটলেজ।
- সেনারত্নে, বি. (২০২০). শ্রী লঙ্কা অ্যান্ড বিমসটেক: পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড প্রসপেক্টস ফর দ্য ফিউচার (পিপি. ৭৭-৭৮). ন্যাশনাল সিকিউরিটি, থ্রি(ওয়ান)।
- শাব্বির, এম. ও., বশির, আর., অ্যান্ড সালিম, এস. (২০১৯). জিও-স্ট্র্যাটেজিক ইম্পর্ট্যান্স অব ইন্ডিয়ান ওশান: ক্ল্যাশ অব ইন্টারেস্টস বিটউইন চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া. জার্নাল অব ইন্ডিয়ান স্টাডিজ, ৫(১), ৪৭-৬০।
- শর্মা, এ. বি. (২০০৪, সেপ্টেম্বর ৩০). এফটিএ পুশেস আপ ইন্ডিয়া, লঙ্কা ট্রেড বাই ১২৮%. বাইল্যাটেরালস. অর্গ।
- শর্মা, এস. কে. (এন.ডি.). চেঞ্জিং পলিটিক্যাল ডায়নামিক্স ইন শ্রী লঙ্কা: ইম্প্লিকেশনস ফর ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা রিলেশনস. অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- সিকরি, আর. (২০০৯). চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি: রিথিংকিং ইন্ডিয়াস ফরেন পলিসি. সেজ পাবলিকেশনস।

- সিং, এ. (২০১৮, জুলাই ২৬). চায়নাস স্ট্র্যাটেজিক অ্যাম্বিশনস সিন ইন দ্য হাম্বানটোটা পোর্ট ইন শ্রী লঙ্কা. হিন্দুস্তান টাইমস।
- সিং, আর. (২০২১). ইস্ট কন্টেইনার টার্মিনাল কন্ট্রোভার্সি অ্যান্ড ইন্ডিয়া-শ্রী লঙ্কা-জাপান ট্রাইল্যাটেরাল. অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন।
- দ্য ইকোনমিক টাইমস. (২০১৯, জুন). মোদি ভিজিটস শ্রী লঙ্কা আফটার ইস্টার সানডে অ্যাটাকস. দ্য ইকোনমিক টাইমস।
- উপাধ্যায়, এস. এস. (২০০৭). ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রী লঙ্কা: ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল রিলেশনস. কল্পাজ পাবলিকেশনস।
- বর্মা, এন. (২০১৫). ইন্ডিয়াস নিডস অ্যান্ড নেভাল ক্যাপাবিলিটিজ: অ্যা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ. জার্নাল অব এশিয়ান সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ২(১), ৫২-৭৪।
- ওয়াইদ্যাতিলকে, বি. (২০১৭, নভেম্বর). মেইনটেইনিং মোমেন্টাম: শ্রী লঙ্কাস স্ট্র্যাটেজি ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান।
- রিম অ্যাসোসিয়েশন (পি. ১). লক্ষ্মণ কাদিরগামার ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ।
- ইউয়ানঝে, কিউ. (২০২০). চায়না-শ্রী লঙ্কা মিলিটারি অ্যান্ড সিকিউরিটি কোঅপারেশন. চায়না-সাউথ এশিয়া স্টাডিজ সেন্টার।